

- বর্ষ ২০২৬
- সংখ্যা ০৫
- জানুয়ারি - মার্চ



ঘাসফুল বার্তা

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশনার ২৫ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত:

উন্নয়নধারায় প্রজ্ঞা ও মানবিকতার উজ্জ্বল প্রতীক পরাণ রহমান



কর্মকর্তারা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা হয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার থেকেই শুরু হয় তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড।

সেই মানবিক উদ্যোগই পরবর্তীতে ঘাসফুল নামে একটি উন্নয়ন আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের প্রথম নিবন্ধিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ঘাসফুল এবং ১৯৮৩ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে। এরপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সামাজিক বনায়ন, শিশু সুরক্ষা, জলবায়ু অভিযোজন, কৃষি উন্নয়ন ও টেকসই জীবিকায়নের মতো বহু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন জেলায় কাজ সম্প্রসারণ করে। আজ ঘাসফুলের প্রতিটি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাতার সেই মূল দর্শনই প্রতিফলিত হয় "মানুষকে সাহায্য নয়, সক্ষম করে তুলতে হবে।"

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ছিলেন নারী নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। এমন এক সময়ে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যখন নারী নেতৃত্ব সমাজে খুব বেশি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা,

কোন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় কাগজে-কলমে, কিন্তু একটি দর্শনের জন্ম হয় মানুষের বিশ্বাসে। ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা, নারী উন্নয়নের অগ্রদূত এবং বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এমনই একজন মানুষ, যিনি উন্নয়নকে কখনো অনুদান বা দয়ার বিষয় হিসেবে দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার আন্দোলন হিসেবে।

তাঁর প্রয়াণের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও দেশের উন্নয়ন অঙ্গনে তাঁর চিন্তা, কর্ম ও মানবিক দর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার চট্টগ্রাম, ঢাকা ও নওগাঁয় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে ঘাসফুল পরিবার।

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুলের চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর এরিয়া অফিসে পৃথকভাবে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক খালেদা আজহারসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রগ্যাক ও বুরো বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর এরিয়া অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক সাইদুর

রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার আনোয়ার হোসেনসহ স্থানীয় কর্মকর্তারা।

চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় তাঁর জীবনদর্শ, শিক্ষা বিস্তার এবং মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়াও ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে মরহুমার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, এরিয়া ম্যানেজার মো. শাহাব উদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

পরে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

পরাণ রহমান বিশ্বাস করতেন - একটি সমাজের মানবিকতার পরিমাপ হয় তার শিশুদের প্রতি

আচরণে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চট্টগ্রামের নন্দনকাননের বাওয়া চিলড্রেন হোম, নওগাঁর ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার এবং বালাইহের হযরত আলী (রা.) দারুল কুরআন শিশুসদন-এর এতিম শিশুদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান ঘাসফুলের



পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। এসব অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ নারী সম্মাননাগুলোর একটি বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে।

উন্নয়নধারায় প্রজ্ঞা ও মানবিকতার উজ্জ্বল প্রতীক পরাণ রহমান ১ম পৃষ্ঠার পর

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, পরাণ রহমানের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন সফল সংগঠক ছিলেন। এটি নয়; তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি মানুষের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে উন্নয়ন মানে ছিল না- কেবল অবকাঠামো নির্মাণ কিংবা অর্থ বিতরণ। উন্নয়ন ছিল মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া, নারীর হাতে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তুলে দেয়া, শিশুর মুখে হাসি ফোটানো এবং প্রান্তিক মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করা। বক্তারা আরো বলেন, তাঁর কর্মনিষ্ঠা, সততা, মানবিকতা ও দূরদর্শী নেতৃত্ব আগামী প্রজন্মের উন্নয়নকর্মীদের জন্য এক অনন্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে।

প্রয়াণের ১১ বছর পরও শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কেবল একটি স্মৃতির নাম নন। তিনি ঘাসফুলের প্রতিটি কর্মসূচি, প্রতিটি প্রকল্প এবং হাজারো সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও বেঁচে আছেন। একজন মানুষের জীবন শেষ হতে পারে, কিন্তু তাঁর আদর্শ যদি মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে থাকে, তবে তিনি কখনো হারিয়ে যান না। পরাণ



রহমান তেমনই এক আলোকবর্তিকা- যাঁর স্বপ্ন, মানবিকতা ও উন্নয়ন-দর্শন বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পথ দেখিয়ে যাবে।

শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে নলেজ শেয়ারিং ভিজিট

ইউনিভার্সিটি অব টোকিও ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের প্রতিনিধি দলের ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন

শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে University of Toio Ges Asian University for Women-এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রায় ৪০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আজ ০৩ মার্চ ঘাসফুল পরিচালিত ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

“Knowledge Sharing Visit on Child Rights and Protection”

শীর্ষক আয়োজনে চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ি ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) সাদিয়া রহমান ডিজিটাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সংস্থার ইতিহাস, কার্যক্রম ও সামাজিক অবদান তুলে ধরেন।

প্রতিনিধি দল শিশু অধিকার, সুরক্ষা, শিক্ষা ও সমন্বিত বিকাশ বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামত

বিনিময় করেন এবং ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আগ্রহভরে প্রশ্ন করেন। পরে তারা পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশন উপভোগ করেন এবং সরেজমিনে ঘাসফুলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিদর্শন করে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরবর্তীতে প্রতিনিধি দল পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে অবস্থিত ঘাসফুল বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে শিশু শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি, নৃত্য ও গান পরিবেশনা উপভোগের পাশাপাশি কেন্দ্রটির শিক্ষা ও সৃজনশীল বিকাশ কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

উপস্থাপনায় সাদিয়া রহমান বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের জন্য ঘাসফুলের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে গৃহীত

কর্মসূচিগুলোর বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ঘাসফুল দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে আসছে।

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দল ঘাসফুলের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও

জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আয়োজকদের মতে, এ ভিজিট আন্তর্জাতিক একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

এসময় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিচালক তপু চৌধুরী, শিক্ষক ড. অয়ন সাহা এবং ইউনিভার্সিটি অব টোকিওর শিক্ষক- প্রফেসর Dr. Mari Yoshihara (Vice Director, GlobE, UToio Ges Dr. Sho

Shimo-amada (Project Lecturer at GlobE, UToio) ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, ঘাসফুল মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের আধুনিক শিক্ষা ও সৃজনশীল মনন বিকাশের পাশাপাশি প্রান্তিক ও দলিত সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্যও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহামুদা আক্তার ও অন্যান্য শিক্ষিকবৃন্দ, ঘাসফুল প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, হেলথ ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, সহকারী কর্মকর্তা আবদুর রহমান, এস. এস. রাজীব দে, পলাশ এবং



এফএনবি-চট্টগ্রাম'র বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কমিটি

সভাপতি আফতাবুর রহমান জাফরী ও সম্পাদক আবদুস ছালাম পুনর্নির্বাচিত



ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)-চট্টগ্রাম জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-২০২৬ গতকাল ২ ফেব্রুয়ারি বুধবার বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এফএনবি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি ও ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় বিগত বছরের কার্যক্রম ও সাফল্য

তুলে ধরেন এফএনবির সম্পাদক এবং বুধবাংলাদেশ-চট্টগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপক আবদুস ছালাম। তিনি বলেন, এফএনবি দেশের উন্নয়ন খাতে আইনগত সুরক্ষা, নৈতিকতা ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

সভায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এতে পুনরায় সভাপতি হিসেবে আফতাবুর রহমান জাফরী এবং সম্পাদক হিসেবে আবদুস ছালাম নির্বাচিত হন।

নবগঠিত কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন অপকার নির্বাহী পরিচালক মো. আলমগীর এবং ব্রহ্মা-চট্টগ্রামের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো. নজরুল ইসলাম মজুমদার। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হন আশা'র সিনিয়র ডিএম মো. নাছির উদ্দীন। সহ-সম্পাদক হিসেবে এসএসএস-এর জোনাল

ম্যানেজার মো. মনিরুজ্জামান এবং সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে পদক্ষেপের সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার সরকার নির্বাচিত হন।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হয় কারিতাস বাংলাদেশ, বেলা, কোডেক, সাজেদা ফাউন্ডেশন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস, পপি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, রিক, ডরপ,

দিবস উদযাপন

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৬ উদযাপন, ঘাসফুলের অংশগ্রহণ



“প্রযুক্তি ও মমতায় কল্যাণ ও সমতায় আস্থা”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ০৩ জানুয়ারি চট্টগ্রামে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৬। দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা, র্যালি ও সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুল আলম।

বক্তারা বলেন, প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজসেবাকে আরও গতিশীল করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তায় সবাইকে এগিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তারা আরও উল্লেখ করেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক সমাজ গঠন সম্ভব।

অনুষ্ঠান শেষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজিত সম্মাননা পর্বে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের পক্ষে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। দিবসটির বিভিন্ন আয়োজনে ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।



পানি থাকলেই জীবন নয়, নিরাপদ পানি চাই

২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস ২০২৬

পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। মানুষের শরীর থেকে কৃষির মাঠ, নদী থেকে নগর-জীবনের প্রতিটি স্তরেই পানির উপস্থিতি। তবু পৃথিবীতে এমন কোটি কোটি মানুষ আছেন, যাদের কাছে নিরাপদ পানি এখনো সহজলভ্য নয়। কোথাও পানি আছে, কিন্তু নিরাপদ নয়; কোথাও নিরাপদ পানি আছে, কিন্তু ঘরের কাছে নেই। আবার কোথাও পানি আছে প্রচুর, কিন্তু লবণাক্ততা, দূষণ কিংবা জলবায়ুর অভিঘাতে সেই পানি মানুষের জীবনকে যন্ত্রি দেওয়ার বদলে সংকট বাড়িয়ে তুলছে।

এই বাস্তবতার মধ্যেই ২২ মার্চ পালিত হচ্ছে বিশ্ব পানি দিবস। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২২ মার্চকে বিশ্ব পানি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। পরের বছর থেকে দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে আসছে। ২০২৬ সালের বিশ্ব পানি দিবসের আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্য উদ্বোধন ধর্মতলায় 'পানি ও লিঙ্গ'। এর স্লোগান, Where water flows, equality grows-পানির প্রবাহ যেখানে, সমতার পথও সেখানে। বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান 'পানির প্রবাহ যেখানে, সাম্যের হাসি সেখানে' এই বৈশ্বিক বার্তাকে আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করেছে।

কারণ পানির গল্প বাংলাদেশে কেবল নদী, নলকূপ কিংবা জলাধারের গল্প নয়। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন নারীর প্রতিদিনের জীবন। একটি কলসি পানি আনতে তাকে কত দূর হাঁটতে হয়, কত সময় ব্যয় করতে হয়, কতবার সেই একই পথ পাড়ি দিতে হয়-তার হিসাব সাধারণত জাতীয় অর্থনীতির কোনো খাতায় ওঠে না। অথচ সেই সময়টি তাঁর নিজের জন্যও হতে পারত। সন্তানকে পড়ানোর সময়, নিজের কাজের সময়, আয় করার সময় কিংবা একটু বিশ্রামের সময়। একটি কিশোরীর ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। দূরের পানির উৎসে যেতে গিয়ে তার পড়াশোনা ব্যাহত হতে পারে, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। ফলে পানির সংকটের মূল্য শুধু একটি পরিবার নয়, প্রজন্মও বহন করে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। নদীমাতৃক দেশ বলে পানির অভাব আমাদের হওয়ার কথা নয়-এমন ধারণা এখন আর বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। বর্ষা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে যায়, আবার শুষ্ক মৌসুমে কোথাও নিরাপদ পানির জন্য মানুষকে দূরে যেতে হয়। উপকূলে সমুদ্রের লবণাক্ততা মিঠাপানির উৎসে ঢুকে পড়ে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বাড়ছে। চর, হাওর ও পাহাড়ি এলাকায় ভৌগোলিক বাস্তবতা নিরাপদ পানি পৌঁছে দেওয়ায় কঠিন করে তোলে। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা অনেক এলাকায় পানির উৎস ও স্যানিটেশন অবকাঠামোকে অকার্যকর করে দেয়।

বাংলাদেশে পানির সংকটের আরেকটি বড় দিক হলো পানির মান। আর্সেনিকের ঝুঁকি বছরবছর ধরে আমাদের পরিচিত। উপকূলের লবণাক্ততা নতুন করে নিরাপদ পানির সংকট তৈরি করছে। শহরাঞ্চলে শিল্পবর্জ্য, অপরিশোধিত পয়োবর্জ্য, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য নদী-খাল ও জলাশয়ে গিয়ে মিশছে। ফলে নদী আছে, পানি আছে-কিন্তু সেই পানি অনেক সময় মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নেই।

ঢাকার দিকে তাকালে এই সংকটের গভীরতা আরও স্পষ্ট হয়। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা কিংবা শহরের খালগুলো একসময় ছিল নগরের স্বাভাবিক জলপ্রবাহের অংশ। এখন দখল ও দূষণে অনেক জলাধার সংকুচিত কিংবা বিপন্ন। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ঢাকার মাত্র প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ পাইপযুক্ত পয়োনিক্লেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। অপরিশোধিত পয়োবর্জ্য ও বর্জ্যপানির বড় অংশ সরাসরি জলপথে গিয়ে পড়ে। ঢাকার অর্ধেকের বেশি খাল হারিয়ে গেছে অথবা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঢাকার পানি-সংকট শুধু পানি সরবরাহের সংকট নয়; এটি নগর পরিকল্পনা, পয়োনিক্লেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নদী রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের সংকট।

পানির পরিমাণের পাশাপাশি তার নিরাপত্তাও তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালের বাংলাদেশ মাল্টিপল ইভেন্টের ক্লাস্টার সার্ভের প্রাথমিক ফলাফলে পানির জীবাণু দূষণ নিয়ে উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেছে। উৎস পর্যায়ে এবং পরিবাহার ব্যবহারের পর্যায়ে উ. পড়ঘর দূষণের উপস্থিতি দেখিয়েছে, পানির উৎস থাকলেই নিরাপদ পানি নিশ্চিত হয় না। উৎস থেকে ঘরে আনার পথ, সংরক্ষণের পাত্র এবং ব্যবহারের পদ্ধতিও পানির নিরাপত্তার অংশ।

এ বাস্তবতা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়, আমরা কি পানিকে শুধু একটি সম্পদ হিসেবে দেখব, নাকি মানুষের অধিকার হিসেবে বিবেচনা করব? পানি কোনো দয়া নয়। পানি জীবনধারণের মৌলিক পূর্বশর্ত। একটি পরিবার নিরাপদ পানি পেলে শুধু তার তৃষ্ণা মেটে না; রোগের ঝুঁকি কমে, শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, নারীর সময় সঞ্চয় হয়, কিশোরীর পড়াশোনার সুযোগ বাড়ে, পরিবারের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। অর্থাৎ নিরাপদ পানি উন্নয়নের এমন একটি ভিত্তি, যার ওপর স্বাস্থ্য,

শিক্ষা, আয় ও মর্যাদার মতো বহু বিষয় দাঁড়িয়ে আছে।

এ কারণেই পানি ব্যবস্থাপনার পুরোনো ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি। শুধু নতুন নলকূপ বসানো বা পানির লাইন বাড়ানো দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। কোথায় ভূগর্ভস্থ পানি দ্রুত কমছে, কোথায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখা সম্ভব, কোথায় নদী বা খাল পুনরুদ্ধার করা যায়, কোথায় লবণাক্ততা বাড়ছে, এসব বিবেচনায় নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক পানি পরিকল্পনা করতে হবে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণকে আরও ব্যাপক করতে হবে। শিল্পকারখানার বর্জ্যপানি শোধন নিশ্চিত করতে হবে। নদী ও খাল দখলমুক্ত করার পাশাপাশি দূষণের উৎস বন্ধ করতে হবে। শহরের পয়োনিক্লেশন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে হবে।

আর পানি ব্যবস্থাপনার টেবিলে নারীর জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ যে নারী প্রতিদিন পানি সংগ্রহ করেন, পানির সংকটের বাস্তবতা তিনি সবচেয়ে কাছ থেকে জানেন। তাঁর অভিজ্ঞতা কোনো পরিসংখ্যানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পানি প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ তাই শুধু সমতার প্রশ্ন নয়; বরং কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনারও শর্ত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে পানির সংকট একরকম নয়। কোথাও অতিরিক্ত পানি, কোথাও পানির অভাব; কোথাও লবণাক্ততা, কোথাও আর্সেনিক; কোথাও নদী আছে, কিন্তু পানি দূষিত; কোথাও



পানি আছে, কিন্তু মানুষের ঘরের কাছে নেই। তাই সমাধানও হতে হবে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সবচেয়ে বড় কথা, পানি নিয়ে আমাদের উন্নয়ন-চিন্তায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনতে হবে। আজকের ভূগর্ভস্থ পানি আগামী দিনেরও সম্পদ। আজকের নদী আগামী প্রজন্মেরও নদী। আজ যে জলাশয় ভরাট করছি, কাল সেই জলাশয়ের প্রয়োজনেই হয়তো একটি শহরকে বন্যার সঙ্গে লড়তে হবে। তাই পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা, জলাধার সংরক্ষণ, দূষণ প্রতিরোধ এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে আনতে হবে।

বিশ্ব পানি দিবসের সার্থকতা কোনো একটি দিনের আলোচনা বা কর্মসূচিতে নয়। সার্থকতা তখনই, যখন একটি গ্রামের নারীকে নিরাপদ পানির জন্য আগের চেয়ে কম পথ হাঁটতে হয়; যখন একটি কিশোরী পানির কলসি নয়, বই হাতে স্কুলে যাওয়ার বেশি সময় পায়; যখন উপকূলের একটি পরিবার লবণাক্ত পানির পরিবর্তে নিরাপদ পানি পায়; যখন একটি নদী আবার মাছ ও মানুষের জীবনের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে; যখন একটি শহরের খাল বৃষ্টির পানি ধারণ করতে পারে।

পানি তাই শুধু তৃষ্ণা মেটায় না। পানি সময় ফিরিয়ে দেয়, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয়, শিক্ষা ফিরিয়ে দেয়, জীবিকা ফিরিয়ে দেয়। আর যখন সেই পানি সবার কাছে নিরাপদ ও সমানভাবে পৌঁছে যায়, তখন তার সঙ্গে প্রবাহিত হয় মর্যাদা ও সাম্যের সুযোগও।

২০২৬ সালের বিশ্ব পানি দিবস আমাদের সেই কথাটিই নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে, পানির প্রবাহ যেখানে, সাম্যের হাসি সেখানে।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি বাংলাদেশ, যেখানে কোনো নারীকে এক কলসি নিরাপদ পানির জন্য দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে না, কোনো কন্যাশিশুর শিক্ষার পথে পানির বোঝা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং কোনো পরিবারকে নিরাপদ পানির জন্য জীবন ও মর্যাদার সঙ্গে আপস করতে হবে না।

পানি বাঁচানো মানে শুধু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচানো নয়; পানি বাঁচানো মানে মানুষকে বাঁচানো, সময়কে বাঁচানো, প্রকৃতিকে বাঁচানো এবং ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করা। সেখানেই বিশ্ব পানি দিবস ২০২৬-এর প্রকৃত সার্থকতা।

তথ্য ব্যবস্থাপনা

তথ্যের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে উন্নয়নের সরবর্তী সিদ্ধান্ত

গ্রামের উঠানে কয়েকজন নারী বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন একজন উন্নয়নকর্মী। কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, কার আয় বেড়েছে, কার স্বপ্নের কিত্তি নিয়মিত, কার সন্তান ফুলে যাচ্ছে, কার পরিবার নিরাপদ পানি পাচ্ছে—একটির পর একটি প্রশ্ন। খাতায় কিংবা মোবাইলফোনে উঠে আসছে কিছু সংখ্যা, কিছু নাম, কিছু উত্তর। কাজটি দেখতে খুব সাধারণ। কিন্তু এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে এমন এক সম্পদ, যার উপর নির্ভর করতে পারে একটি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ, একটি পরিবারের জীবন, এমনকি একটি প্রতিষ্ঠানের নীতিগত সিদ্ধান্ত। উন্নয়নকাজে তথ্য তাই আর কেবল রিপোর্টের উপকরণ নয়। তথ্য এখন উন্নয়নের অন্যতম অবকাঠামো।

একটি উন্নয়ন সংস্থা প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কাজ করে। মাঠে প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়, শাখায় তথ্য জমা হয়, বিভিন্ন বিভাগে রিপোর্ট তৈরি হয়, ব্যবস্থাপনা সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কোথাও প্রশিক্ষণ, কোথাও কৃষি, কোথাও স্বাস্থ্য, কোথাও পানি ও স্যানিটেশন, কোথাও ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন। প্রতিটি কাজের সঙ্গে তৈরি হয় বিপুল তথ্য। কিন্তু সেই তথ্য যদি আলাদা আলাদা খাতায়, ভীষণ ফাইলে, ই-মেইলে কিংবা ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ছড়িয়ে থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠান অনেক তথ্যের মালিক হয়েও প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্যটি খুঁজে পায় না। সেখানেই তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি সামনে আসে।

তথ্য ব্যবস্থাপনা মানে শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়। তথ্য কোথা থেকে আসছে, কেন সংগ্রহ করা হচ্ছে, কে সংগ্রহ করবে, কীভাবে যাচাই হবে, কোথায় থাকবে, কে ব্যবহার করতে পারবে, কীভাবে বিশ্লেষণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই তথ্য থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে—পুরো প্রক্রিয়াটিই তথ্য ব্যবস্থাপনার অংশ। আধুনিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো এখন তথ্যকে এই সামগ্রিক জীবনচক্রের মধ্যেই বিবেচনা করছেন।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-UNDP-তথ্যকে একই সঙ্গে শক্তিশালী সম্পদ এবং দায়িত্বের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের উৎকর্ষ চরমহপর্যায়—এ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা, তথ্যের পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা, বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়ের সক্ষমতা এবং মানুষের data literacy-এর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। UNDP-এর ভাষায়, দায়িত্বশীল ও নৈতিকভাবে ব্যবহৃত তথ্য উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

এধরনের দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো—তথ্য সংগ্রহের আগে ভাবতে হবে, কেন তথ্যটি প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বড় ডাটাবেজ তৈরি করা আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নয়। বরং প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করে তা এমনভাবে সুরক্ষিত ও বিশ্লেষণ করা দরকার, যাতে মানুষের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

UNICEF-এর কাজেও এই দর্শনের একটি মানবিক রূপ দেখা যায়। শিশু ও নারীর পরিষ্টিত বোঝার জন্য UNICEF তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও যোগাযোগকে একটি মানবিক রূপ দেয়া যায়। শিশু ও নারীর পরিষ্টিত বোঝার জন্য UNICEF তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও যোগাযোগকে একটি মানবিক রূপ দেয়া যায়। শিশু ও নারীর পরিষ্টিত বোঝার জন্য UNICEF তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও যোগাযোগকে একটি মানবিক রূপ দেয়া যায়।

এখানে ‘সঠিক’ সময়ে কথ্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, কোনো প্রকল্পের মাঠকর্মী জানালেন একটি এলাকায় কৃষকদের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তথ্যটি যদি তিনমাস পর কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছায়, তাহলে তা হয়তো একটি রিপোর্টে সুন্দরভাবে লেখা থাকবে; কিন্তু কৃষকের সমস্যার সময়মতো সমাধান হবে না। আবার তথ্য যদি দ্রুত আসে, কিন্তু তার সত্যতা যাচাই না করা হয়, তাহলেও সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। তাই তথ্যের মূল্য শুধু তার অস্তিত্বে নয়; তার নির্ভুলতা, সময়োপযোগিতা এবং ব্যবহারযোগ্যতায়।

বিশ্বব্যাংকের Monitoring, Evaluation and Results পদ্ধতিতেও এই জায়গাটিই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পকে শুধু বাস্তবায়ন করার জন্য নয়, ফলাফলকেন্দ্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়মিত তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োজন। এমনকি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের মাধ্যমে মবড-এক্সমবফ তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় monitoring system ও dashboard-এ যুক্ত করার ব্যবস্থাও তারা ব্যবহার করছে।

একটি উন্নয়ন সংস্থার জন্য এসকল পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মাঠকর্মীর হাতে থাকা মোবাইল ফোন এখন শুধু যোগাযোগের যন্ত্র থাকে না; বরং তা হয়ে উঠতে পারে একটি চলমান তথ্যকেন্দ্র। একটি পরিবারের তথ্য মাঠে সংগ্রহ হলো, প্রয়োজনীয় ছবি বা অবস্থান যুক্ত হলো, তথ্য নির্দিষ্ট নিয়মে যাচাই হলো এবং তা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় পৌঁছে গেল। ব্যবস্থাপনা চাইলে একইদিন দেখতে পারে কোথায় কাজ এগোচ্ছে, কোথায় পিছিয়ে আছে এবং কোথায় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

কিন্তু এখানেও একটি কথা মনে রাখা জরুরি—প্রযুক্তি তথ্য ব্যবস্থাপনার সমাধান নয়; প্রযুক্তি একটি উপকরণ। ভুল তথ্যকে দ্রুত সংগ্রহ করার প্রযুক্তি তৈরি করলে শুধু ভুল সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া হবে। তাই বলা হয় তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম শর্ত প্রযুক্তি নয়, একটি ভালো প্রশ্ন।

‘কতজন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?’—এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কিন্তু তারপরের প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ—‘প্রশিক্ষণের পর কতজন কাজে যুক্ত হয়েছেন?’ আরও পরে প্রশ্ন হতে পারে—‘কতজনের আয় বেড়েছে?’ ‘কতজন টেকসইভাবে সেই আয় ধরে রাখতে পেরেছেন?’ ‘কতজন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন?’ এখানে প্রথম প্রশ্নটি আমাদের কার্যক্রমের হিসাব দেয়। পরের প্রশ্নগুলো আমাদের ফলাফলের গল্প বলে।

এ কারণেই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক—অউই—তার ফলাফল কাঠামোয় outcome-oriented indicators-এর ওপর জোর দিয়েছে। 2025–2030 Corporate Results Framework-এ উন্নয়ন ফলাফল, কৌশলগত সামগ্র্য, operational management এবং organizational effectiveness—এই চারটি ক্ষেত্রে সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু কী কাজ হয়েছে তা নয়, কাজটি শেষ পর্যন্ত কী ফল তৈরি করেছে, সেটিও পরিমাপের কেন্দ্রে এসেছে।

উন্নয়ন সংস্থার জন্য এই পরিবর্তনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১০০০ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন—একটি সংখ্যা। কিন্তু ১০০০ জনের মধ্যে ৬৫০ জন প্রশিক্ষণের পর আয়মূলক কাজে যুক্ত হয়েছেন—এটি একটি ফলাফল। আর ‘তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রায় দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি হয়েছে’—সেটি আরও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তথ্য ব্যবস্থাপনা সুসংহত না হলে এধরনের জরুরী পার্থক্য বোঝা কঠিন।

একটি ভালো তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তাই শুধু তথ্য জমা করে না; তথ্যকে গল্পে পরিণত করে। সংখ্যার পেছনে কী ঘটছে, কোন এলাকায় কেন ভালো ফল হচ্ছে, কোথায় সমস্যা হচ্ছে, কারা পিছিয়ে পড়ছেন, কেন পিছিয়ে পড়ছেন—এসব প্রশ্নের উত্তর এখানে।

ধরা যাক, একটি প্রকল্পে দেখা গেল নারীদের অংশগ্রহণ প্রত্যাশার চেয়ে কম। শুধু সংখ্যা দেখলে বলা যায়, ‘লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত

হয়নি।’ কিন্তু তথ্য যদি বয়স, পেশা, পারিবারিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান, সময়ের ব্যবহার এবং অংশগ্রহণের বাধা—এসবের সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে হয়তো দেখা যাবে প্রশিক্ষণের সময়টি নারীদের গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তখন সমাধানও পাওয়া যাবে। প্রশিক্ষণের সময় বদলানো যেতে পারে। অর্থাৎ তথ্য শুধু সমস্যা দেখায় না; ভালোভাবে ব্যবহার করলে সমস্যার কারণও দেখাতে পারে।

এই জায়গাতেই quantitative data-এর পাশাপাশি qualitative information-এর গুরুত্ব আসে। একটি ডাটাবেজ কলতে পারে, ‘৮০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সন্তুষ্ট।’ কিন্তু একজন অংশগ্রহণকারী কেন সন্তুষ্ট, আর অন্যজন কেন সন্তুষ্ট নন—সেটি জানতে মানুষের কথা শুনতে হয়। মাঠের অভিজ্ঞতা, কেস স্টাডি, সাক্ষাৎকার, মতামত, অভিযোগ ও সাফল্যের গল্প তাই তথ্য ব্যবস্থাপনার বাইরের কিছু নয়; বরং এগুলো সংখ্যাকে অর্থবহ করে।

দুর্যোগ ও জরুরি সাড়ানো তথ্য ব্যবস্থাপনা জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা রাখে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিধসের পর দ্রুত জানতে হয়—কোথায় কত মানুষ আটকা, কারা বেশি ঝুঁকিতে এবং কোথায় উদ্ধার, খাবার, পানি ও চিকিৎসা প্রয়োজন। UNHCR, IRC ও অন্যান্য মানবিক সংস্থা এ কাজে দ্রুত needs assessment, মোবাইল ডাটা সংগ্রহ, এচব, সেবা-মানচিত্র ও নিয়মিত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। ফলে উদ্ধারকারী দল ও ত্রাণ সঠিক জায়গায় দ্রুত পৌঁছাতে পারে, সম্পদের অপচয় কমে এবং সিদ্ধান্ত হয় বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে। জরুরি মুহূর্তে তাই একটি নির্ভুল তথ্য কখনো কখনো একটি জীবন বাঁচানোর সিদ্ধান্তে পরিণত হতে পারে।

UNICEF-এর evidence ecosystem-এর পরিসংখ্যান, গবেষণা, monitoring এবং data governance-কে একসাথে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাদের লক্ষ্য শুধু তথ্য প্রকাশ করা নয়; তথ্যের মাধ্যমে বৈশ্বা চিহ্নিত করা, পরিবর্তনের ধারা বোঝা এবং নীতি ও কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করা।

একইভাবে অউই-এর অভিজ্ঞতাও দেখায়, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মূল্যায়নে systematic data updating-এর ঘাটতিকে ফলাফলভিত্তিক পরিকল্পনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ তথ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় শত্রু শুধু ভুল তথ্য নয়; পুরোনো তথ্যও।

আজকের তথ্য দিয়ে আগামী বছরের সিদ্ধান্ত নেয়া সবসময় নিরাপদ নয়। মানুষের প্রয়োজন বদলায়, বাজার বদলায়, জলবায়ু বদলায়, প্রযুক্তি বদলায়, দারিদ্র্যের ধরন বদলায়। তাই তথ্য ব্যবস্থাপনাকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হয়।

এখানে একটি উন্নয়ন সংস্থার জন্য সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হতে পারে—‘রিপোর্টিং কালচার’ থেকে ‘ডাটা কালচার’-এ যাওয়া। রিপোর্টিং কালচারে কর্মী ভাবেন, ‘মাসশেষে রিপোর্ট দিতে হবে। ডাটা কালচারে কর্মী ভাবেন, ‘আজ যে তথ্য সংগ্রহ করছি, সেটি আগামীদিনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। রিপোর্ট তখন শুধু কাজের শেষ ফল নয়; বরং ব্যবস্থাপনার শেখার একটি মাধ্যম।

এমন সংস্কৃতিতে মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক, প্রকল্প বা কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, এমই কর্মকর্তা, এমআইএস কর্মকর্তা এবং শীর্ষ ব্যবস্থাপনা-সবাই তথ্য ব্যবস্থাপনার অংশীদার। একজন মাঠকর্মীর একটি ভুল এন্ট্রি হয়তো পরবর্তী পর্যায়ে একটি ভুল হিসাব তৈরি করতে পারে। আবার একজন ব্যবস্থাপকের একটি ভালো প্রশ্ন পুরো ডাটাবেজ থেকে নতুন একটি অন্তর্দৃষ্টি বের করে আনতে পারে। তাই বলা হয় তথ্য ব্যবস্থাপনা আসলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে Artificial Intelligence, data analytics, GIS, cloud computing এবং dashboard-এর মতো প্রযুক্তি। কিন্তু এসব প্রযুক্তির আসল মূল্য তখনই, যখন তারা মানুষের সিদ্ধান্তকে আরও ভালো করে। বড় ডাটাবেজ থেকে অত্যাধিক প্রবণতা খুঁজে বের করা, কোন এলাকায় ঝুঁকি বাড়ছে তা শনাক্ত করা, উপকারভোগীদের চাহিদার পরিবর্তন বোঝা কিংবা ভবিষ্যৎ প্রবণতার পূর্বাভাস দেওয়া—এসব কাজে আধুনিক প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।

তবে প্রযুক্তির সঙ্গে ঝুঁকিও আছে। একজন উপকারভোগীর নাম, মোবাইল নম্বর, আর্থিক অবস্থা, ছবি বা ব্যক্তিগত তথ্য কোনো সাধারণ সংখ্যা নয়। এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। তাই তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে privacy, consent, access control এবং security-ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। UNDP-Gi Data Principles-এ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, informed consent, responsible data use এবং data lifecycle-এর প্রতিটি ধাপে দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার ওপর স্পষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ একটি আধুনিক উন্নয়ন সংস্থার কাছে শুধু প্রশ্ন থাকবে না—‘আমাদের কাছে কত তথ্য আছে?’ আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হবে—‘আমরা কি তথ্যটি নিরাপদে রাখছি?’ ‘যার তথ্য, তার অধিকার কি রক্ষা করছি?’ ‘যে উদ্দেশ্যে তথ্য নেওয়া হয়েছিল, আমরা কি সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহার করছি?’

সবশেষে ফিরে আসতে হয় মানুষের কাছে। একটি ডাশবোর্ডে হয়তো দেখা গেল—৫০০ পরিবার সেবা পেয়েছে। ‘ব্যবস্থাপনার কাছে এটি একটি সংখ্যা। কিন্তু মাঠের কাছে সংখ্যাটি ৫০০টি পরিবার। সেখানে একজন কৃষক আছেন, যিনি নতুন পদ্ধতি শিখে উৎপাদন বাড়িয়েছেন। একজন নারী আছেন, যিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের আয় শুরু করেছেন। একটি শিশু আছে, যে স্কুলে ফিরে গেছে। একটি পরিবার আছে, যারা নিরাপদ পানি পেয়েছে।

তথ্য ব্যবস্থাপনার সৌন্দর্য এখানেই। মানুষকে সংখ্যা বানানোর জন্য নয়; সংখ্যার ভেতরের মানুষটিকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য।

উন্নয়ন সংস্থার আগামীদিনের শক্তি তাই শুধু অর্থ, জনবল বা প্রকল্পের সংখ্যায় মাপা যাবে না। যে প্রতিষ্ঠান নিজের তথ্যকে যত ভালোভাবে জানে, তার ভুল থেকে যত দ্রুত শেখে, পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে যত দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলায় এবং মানুষের প্রয়োজনকে যত নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে—সেই প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘমেয়াদে বেশি কার্যকর হতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ কাজের শুরু। তথ্য যাচাই আস্থা তৈরি করে। তথ্য বিশ্লেষণ বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করে। আর তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত—সেটিই উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়। কারণ শেষ পর্যন্ত তথ্যের সবচেয়ে বড় মূল্য তার পরিমাপ নয়, তার অর্থ ও ব্যবহারে। এজন্য একটি উন্নয়ন সংস্থার কাছে তাই ভবিষ্যতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়তো হবে না—‘আমাদের কাছে কত ডেটা আছে?’ বরং প্রশ্ন হবে—‘আমাদের কাছে থাকা তথ্য দিয়ে আমরা মানুষের জন্য কতটা ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি?’ সেখানেই তথ্য ব্যবস্থাপনা একটি প্রশাসনিক কাজ থেকে উঠে এসে হয়ে উঠে উন্নয়নের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি।

প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ এ নওগাঁয় ঘাসফুলের সাফল্য, প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন



নওগাঁয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উদ্ভাবনী ও কার্যকর প্রযুক্তি উপস্থাপনার মাধ্যমে সংস্থাটি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান

অর্জন করে।

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি; প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগাঁ জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৮ জানুয়ারি নওগাঁ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ মাহফুজার রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোঃ তারিকুল ইসলাম।

প্রদর্শনীতে ঘাসফুল-আরএমটিপি প্রকল্পের উপস্থাপিত প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। পুরস্কার গ্রহণকালে ঘাসফুলের টেকনিক্যাল ম্যানেজার মোঃ আমির হামজা বলেন, মাঠপর্যায়ে টেকসই প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, দেশীয় জাত সংরক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক খামারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ঘাসফুলের মূল লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

নিয়ামতপুর ও চট্টগ্রামে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে “আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায় বিচার: সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগাঁয় নিয়ামতপুর ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে।



নিয়ামতপুরে ঘাসফুলের স্মার্ট-ফ্রুটস উপ-প্রকল্পের উদ্যোগে এবং উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, নারী উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

র্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা, কৃষি ও ব্যবসাসহ সবক্ষেত্রে নারীর অবদান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর অধিকার ও

মর্যাদা নিশ্চিত এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

অনুষ্ঠানে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার



বিতরণ এবং সফল নারী উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা জানান, নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অন্য নারীদের অনুপ্রাণিত করছেন।

একইদিনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আয়োজিত র্যালি ও আলোচনা সভায়ও ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল সংবাদ

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে শিশুদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষাবৃন্দ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের তাৎপর্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। আলোচনা পর্ব শেষে শিক্ষার্থীরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রঙ-তুলির মাধ্যমে

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও চেতনা ফুটিয়ে তোলে।

এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও মেধার পরিচয় দেয়। পুরো আয়োজনজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম এবং ইতিহাস সচেতনতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।



নিয়মিত কার্যক্রম

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ি ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের গত তিনমাসে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ঘাসফুল পরাগ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার এর সহযোগিতায় শিশু

বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। গত তিনমাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%।

Ghashful Foster Children Care Centre প্রকল্প সংবাদ

নিয়ামতপুরে নববর্ষে ইউএনও'র মানবিক উদ্যোগ: মা-বাবাহীন শিশুদের মাঝে 'ভালবাসার কম্বল' বিতরণ



০১ জানুয়ারী ইংরেজি নববর্ষের প্রথম সকালেই নওগাঁর নিয়ামতপুরে সৃষ্টি হলো এক হৃদয়ছোঁয়া মানবিক দৃশ্য-যেখানে প্রশাসনের দায়িত্ব আর মায়ের স্নেহ এক হয়ে ধরা দিল মুবাবাহীন শিশুদের হাসিমুখে। ইংরেজি নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জনাব মোর্শেদা খাতুন এর ব্যতিক্রমী উদ্যোগে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের ১৫ জন ফস্টার

শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৫টি 'ভালবাসার উষ্ণতা জড়ানো কম্বল'। নববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রথমে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিশুর হাতে কেক তুলে দেওয়া হয়, যা তারা নিজেরাই কেটে একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও আনন্দ ভাগাভাগি করে। এরপর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কেক কেটে শিশুদের আপ্যায়ন করা হয়। আনন্দঘন সেই মুহূর্তের পর আবেগময় পরিবেশে ইউএনও মহোদয় প্রত্যেক শিশুর গায়ে জড়িয়ে দেন শীত নিবারণের কম্বল-যা কেবল একটি উপহার নয়, বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের এক নীরব বার্তা। এ মানবিক আয়োজনে উপস্থিত পালক মায়েরা ও ঘাসফুলের কর্মকর্তাগণ উপজেলা প্রশাসনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে নিয়ামতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব রফিকুল ইসলামসহ সমাজসেবা কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তাগণ এবং উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জোনাল ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন, শাখা ব্যবস্থাপক মো. শহিদুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধ কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলামসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

শীতের উষ্ণতায় ফস্টার শিশুদের পাশে ঘাসফুল

১ জানুয়ারি ২০২৬-কনকনে শীতে ফস্টার শিশুদের মাঝে উষ্ণতা ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক ব্যতিক্রমী কর্মসূচি।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিশুদের নিজস্ব পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য নতুন শীতের পোশাক নির্বাচনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আনন্দ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে শিশুরা স্থানীয় মার্কেটে গিয়ে নিজেদের পছন্দমতো পোশাক বেছে নেয়। কারও চোখে ফুটে ওঠে নতুন পোশাক পাওয়ার স্বপ্ন, আবার কারও মুখে ঝলমল করে সরল আনন্দের হাসি।

নতুন পোশাক হাতে পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাসে পুরো আয়োজন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ। ভালোবাসা, সম্মান ও যত্নের এই উদ্যোগে শিশুরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। শিশুদের মুখের এই হাসিই ঘাসফুলের মানবিক কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।



অভিভাবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

২৫ জানুয়ারি ২০২৬-পালিত শিশুদের সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাসফুলের উদ্যোগে ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের অভিভাবকদের নিয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ওরিয়েন্টেশনে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক এ.এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া। তিনি শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে যথাযথ যত্ন নেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের গুরুত্ব



সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিশুদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সঠিক পরিচর্যা, ভালোবাসা ও সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। আরও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের জোনাল ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন। ওরিয়েন্টেশনটি অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ফস্টার শিশুদের পাশে ঘাসফুল: দোয়া মাহফিল ও ঈদ উপহার বিতরণ



ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের উদ্যোগে গত ৫ মার্চ ২০২৬ ফস্টার শিশুদের নিয়ে এক দোয়া মাহফিল ও ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিশুদের পালিত অভিভাবকদের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শিশুদের জন্য ঈদ উপহার হিসেবে সেমাই, চিনি, পোলাওয়ের চাল, ভোজ্যতেল, সাবান, শ্যাম্পু, মসলা, কিসমিস ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপহার পেয়ে শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোর্শেদা খাতুন। এতে ৪ জন ছেলে ও ১১ জন মেয়ে সহ মোট ১৫ জন শিশু, তাদের অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন শিশুদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ফস্টার শিশুদের পাশে ঘাসফুল: দোয়া মাহফিল ও ঈদ উপহার বিতরণ

ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন : শিশুদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি নওগাঁর নিয়ামতপুরে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনকালে শিশুদের সঙ্গে ঈদ ও স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ ভাগাভাগি করেন ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁরা সেন্টারের সার্বিক কার্যক্রম দেখেন এবং শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান।

পরিদর্শনকালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর নাতনি শেহরিশকে সঙ্গে নিয়ে শিশুদের সঙ্গে গল্প করেন এবং ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। তাঁর উপস্থিতিতে শিশুদের



মাঝে সৃষ্টি হয় বিশেষ উচ্ছ্বাস ও আনন্দঘন পরিবেশ।

এ সময় ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ শিশুদের মাঝে ঈদ সালামি বিতরণ করেন। একই সঙ্গে ঘাসফুলের উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শিশুদের হাতে ঈদ উপহার তুলে দেন, যা তাদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তোলে।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, নিয়ামতপুর শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ শহিদুল ইসলামসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আয়োজনে শিশুদের হাসি, গল্প ও আনন্দঘন মুহূর্তে পুরো পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এ ধরনের পরিদর্শন শিশুদের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি এবং তাদের মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সংবাদ

ভাবিচা ইউনিয়নে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত

০৯ মার্চ পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ৩ নং ভাবিচা ইউনিয়নের চন্ডিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প (মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিষয়ক) ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে ১৪৪ জন মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি দরিদ্র রোগীদের বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ফ্রি প্রদান করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মামুনের রশিদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলামসহ কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত তিনমাসে ১২৩টি স্ট্যাটিক ও ১৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৩৯৩জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ২৩০জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ২৮৮টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।



শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষকদের জন্য দুই দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে গত ১১-১২ মার্চ এবং নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে গত ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধি শিক্ষা

সহায়তা কেন্দ্রে কর্মরত মোট ৩৫ জন শিক্ষক এবং কর্মসূচির ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনাররা দক্ষতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Extended Community Climate Change Project (ECCCP) সংবাদ

নিয়ামতপুরে জলবায়ু অভিযোজন গ্রুপের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ ও গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত Extended Community Climate Change Drought Project (ECCCP-Drought) প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন গ্রুপের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত তিন মাসে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলো পরিচালনা করেন ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম। সভায় স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং তা মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় টেকসই কৃষি পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, ভূ-উপরিচ্ছ পানির ব্যবহার, অতিরিক্ত পানিনির্ভর ফসল চাষের প্রভাব এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। সভায় অংশগ্রহণকারীরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খরার প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। আয়োজকরা জানান, এসব



সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।

SMART প্রকল্পের সংবাদ

টেকসই কৃষিতে সাফল্য-পিকেএসএফ স্মার্ট প্রকল্পে প্রথম ঘাসফুল

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর স্মার্ট প্রকল্পের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় উচ্চমূল্যের ফসল খাতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল। গত ৩ মার্চ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে এ সম্মাননা ট্রেস্ট গ্রহণ করেন প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোস্তফা কামাল। এ অর্জন ঘাসফুলের দক্ষ বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যকর উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, টেকসই কৃষির সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু সহনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।





খরা সহিষ্ণু প্রযুক্তিতে এগোচ্ছে হোমস্টেড ফার্মিং: ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পে ৫৬ আদিবাসীর স্বাবলম্বিতা

ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) খরা সহিষ্ণু ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে হোমস্টেড ফার্মিং কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ সময়ে ৫৬ জন আদিবাসী উপকারভোগীকে হোমস্টেড ফার্মিং উন্নয়নের জন্য জনপ্রতি

২,৮০,০০০/- (দুই লক্ষ আশি হাজার) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পারিবারিক পর্যায়ে সবজি চাষ, উন্নত ব্যবস্থাপনায় হাঁস-মুরগি পালন, নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কবুতর পালন এবং মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল-ভেড়া পালন সংক্রান্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এসব কার্যক্রমের ফলে পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর রোগবালাই কমেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, স্থানীয়ভাবে টেকসই কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

কম পানিতে বেশি ফলন: ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পে বদলে যাচ্ছে কৃষির চিত্র

পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ২৬ জন সদস্যকে জনপ্রতি প্রায় ৪,৯০৪ টাকা মোট ১,২৭,৫০০/- (এক লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত) টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই সহায়তা কাজে লাগিয়ে উপকারভোগীরা কম পানি ব্যবহার করে শসা, করলা, কচু, লাউ, ঝিঙা, বেগুন, পটল, পেঁয়াজ, রসুন ও খিরাসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করছেন। ফলে একদিকে যেমন পানির অপচয় কমেছে, অন্যদিকে বাড়ছে ফসলের উৎপাদন। প্রকল্পের আওতায় পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে মালচিং পেপার, হলুদ কার্ড, ফেরোমোন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক ও জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে কীটপতঙ্গ দমন সহজ হয়েছে এবং ফসলের গুণগত মান উন্নত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এ ধরনের উদ্যোগ কৃষকদের মধ্যে আধুনিক ও টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটাবে এবং ভবিষ্যতে কৃষিভিত্তিক আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের পথে: ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পে ৫০ পরিবেশবান্ধব চুলা স্থাপন



গ্রামীণ আদিবাসী পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের আওতায় ৫০টি উন্নত পরিবেশবান্ধব চুলা স্থাপন করা হয়েছে। এই চুলাগুলো ব্যবহারের ফলে রান্নাঘরের ধোঁয়া উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, যা বিশেষ করে নারী সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আগে যেখানে প্রচলিত চুলার ধোঁয়ার কারণে শ্বাসকষ্টসহ নানা

স্বাস্থ্যঝুঁকি ছিল, সেখানে উন্নত চুলা ব্যবহারে এসব সমস্যার মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, পরিবেশবান্ধব এই চুলা জ্বালানি সাশ্রয়ী হওয়ায় পরিবারের খরচ কমানোর পাশাপাশি বনজ সম্পদের ওপর চাপও কমাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ জীবনে টেকসই উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

পুকুর পুনঃখননে জলধারণ বাড়ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন আয়ের সুযোগ

স্থানীয় সম্পদের টেকসই ব্যবহারে এগিয়ে এসেছে ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প। গত তিনমাসে (জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৬) প্রকল্পের আওতায় ২টি পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

চকবেলী আদিবাসী পাড়া ও সাতগাছি আদিবাসী পাড়ায় অবস্থিত পুকুর দুটি এ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয়দের নিয়ে গঠিত পুকুর পুনঃখনন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে পুরো কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পুকুর পুনঃখননের ফলে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা



সারা বছর পানি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি পুকুর পাড়ে গাছ রোপণ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে, অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন আয়বর্ধনমূলক সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংবাদ

দক্ষ ও যোগ্য জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। কর্মীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন ও সেবার মান নিশ্চিত করতে বিভাগটি বহুমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স এবং বিষয়ভিত্তিক

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Training of Female LE & PO Staff on Sanitary Napkin Entrepreneurship	১০ জানুয়ারী ২০২৬	১৬	Ghashful
তথ্য ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	১৫-১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬	০১	PKSF
তথ্য ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬	৩৬	Ghashful

কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের সংস্থার নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হচ্ছে। এতে প্রতিটি কর্মী তার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন।

পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আয়োজিত এক্সটারনাল প্রশিক্ষণে কর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কর্মীরা সংশ্লিষ্ট খাতের সর্বশেষ জ্ঞান ও আধুনিক কর্মকৌশল সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন, যা তাদের পেশাগত বিকাশে নতুন মাত্রা যোগ করছে।

এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠ ও দপ্তর পর্যায়ে কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, পেশাগত সক্ষমতা এবং সেবার মান উন্নয়নে ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম সংবাদ

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি এবং টিকাদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেবার মানও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হচ্ছে। ঘাসফুল এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গত তিন মাসে বিভিন্ন খাতে সেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৪৭৫
টিকাদান কর্মসূচি	১৭৭
পরিবার পরিকল্পনা	১৯১
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৬৭১৮
হেলথ কার্ড	৭৯৬



প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার



ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইম্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং অরবিসের সহযোগিতায় সাপাহার, নিয়ামতপুর, সরাইগাছি ও নাচোল উপজেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে কেন্দ্রের উদ্যোগে নিয়ামতপুর উপজেলায় মোট ১টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পগুলিতে দরিদ্র ও সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চোখ পরীক্ষা, চশমা বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, চক্ষু স্বাস্থ্য রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মশালা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিকিত্সা রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	০১	১৩৬	৩০	০৯
মোট	০১	১৩৬	৩০	০৯

Medical Centers for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP)



স্বাধীনতার পর থেকেই তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল। বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও অঙ্গীকার এই খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই ধারাবাহিকতায়, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে কারিতাস বাংলাদেশ ও জার্মান ডক্টরস-এর সহযোগিতায় “ Medical Centers for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP) ” প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে ঘাসফুল। প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের

বাকলিয়া (ওয়ার্ড ১৭, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫), পাহাড়তলী আকবরশাহ (ওয়ার্ড ০৮, ০৯, ১৩ ও ১৪), সীতাকুণ্ড উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়ন এবং বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র নারীদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- ◆ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে – ২১টি
 - ◆ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পেয়েছেন – ৩১৬ জন
 - ◆ প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা পেয়েছেন – ১৮ জন
 - ◆ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে – ১৮ জন
 - ◆ বয়ঃসন্ধিকালীন সেবা পেয়েছে – ১০ জন
 - ◆ রেফারেল/কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে – ১ জন
- এই কার্যক্রমগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সহজতর করেছে এবং একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম সংবাদ

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম (৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৩৯২৭
সদস্য সংখ্যা	৬৮৫৩৮
সঞ্চয় স্থিতি	৯২৯৩৫০৬১০
ঋণ গ্রহীতা	৫৬০৯৭
ক্রমপঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ	৩৬৮১১৭৭০৭০০
ক্রমপঞ্জীভূত ঋণ আদায়	৩৪১৪৮৪৮৬৪৪৪
ঋণ স্থিতির পরিমাণ	২৬৬৩২৮৪২৫০০
বকেয়া	২৬৪৯০৯৯৫১
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ



ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১১৫জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৬৩,৫২,৯৬০/- (তেষটি লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত ষাট) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ১০,৪৩,৬২৫/- (দশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত পঁচিশ) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৬,৩২,৫০০/- (ছয় লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা।

নওগাঁ জোনে ঘাসফুলের কৌশলগত কর্মশালা: ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থায়ন নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে জোর

পিকেএসএফের নির্দেশনার আলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থায়ন নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং আগামী দিনের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নওগাঁ জোনে দিনব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা আয়োজন করেছে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ জোনের চৌমাসিয়া শাখায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান খান এবং কে.এম.জি রাক্বানী বসুনিয়াসহ জোনের আওতাধীন ১২টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও দুইজন এরিয়া ম্যানেজার অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আগামী তিন বছরের জন্য সংস্থার কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাঠপর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। আলোচনায় শাখা ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা, সমন্বিত উদ্যোগ এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কর্মশালায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন, “ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থায়ন শুধু একটি আর্থিক কার্যক্রম নয়; এটি উদ্যোক্তাদের টেকসইভাবে প্রতিষ্ঠিত করার



একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও দলগতভাবে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই।” তিনি নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

নওগাঁ-চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঘাসফুলের ধারাবাহিক রিফ্রেশার্স কার্যক্রম: দক্ষতা ও সেবার মানোন্নয়নে জোর



উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ, মিটিং ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন, মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মাঠপর্যায়ে সেবার গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

এই ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১১ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল শাখায় নিয়ামতপুর জোনের আওতাধীন ছয়টি শাখার অংশগ্রহণে একটি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ এরিয়া ও জোনাল পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়ন কৌশল, মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম, শাখাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের

পর্যালোচনা এবং অডিট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে ১২ জানুয়ারি ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নওগাঁর পত্নীতলা এরিয়া অফিসে নিয়ামতপুর এরিয়ার সকল ম্যানেজারের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ঝগজগ, গঞ্চঙ্গিউ ও চজওবাউ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও শাখা ব্যবস্থাপকরা অংশগ্রহণ করেন এবং ঝাউচ বিভাগের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ৯ ফেব্রুয়ারি একই স্থানে আয়োজিত রিফ্রেশার্স মিটিংয়ে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী পিকেএসএফ-এর নতুন সার্কুলার অনুযায়ী অগ্রসর ঋণ ও প্রজেক্টভিত্তিক মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (গাউ) ঋণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহে উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, ঝাউচ বিভাগের সহকারী পরিচালক রাব্বানী বসুনিয়া, জোনাল ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম প্রজেক্ট ও মাইক্রোফাইন্যান্স বিভাগের সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করবে এবং সংস্থার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে তুলবে।

বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ঘাসফুল কর্মকর্তাকে দেখতে সিইও



বগুড়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত ঘাসফুলের মধ্যমিল শাখার সহকারী কর্মকর্তা মো. শাহজাহান আলীকে দেখতে ৮ ফেব্রুয়ারি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি আহত কর্মকর্তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাত্ত্বনা দেন। দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।

ঘাসফুল কৃষি ইউনিট সংবাদ

ঘাসফুলের উদ্যোগে পটিয়া-সীতাকুণ্ডে কৃষি ও মৎস্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন বৈঠক

ঘাসফুল কৃষি ইউনিটের উদ্যোগে চট্টগ্রামের পটিয়া ও সীতাকুণ্ড উপজেলায় কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে ধারাবাহিক বৈঠক ও উঠান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭ ফেব্রুয়ারি পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ ছনহরা ইউনিয়নে মৎস্য খামারিদের নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কার্যকর বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন টেকনিক্যাল ম্যানেজার আমির হামজা। পটিয়া সদর শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খামারি অংশ নেন।



এতে এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমান এবং শাখা ব্যবস্থাপক মশলিউর রহমান পারভেজ বক্তব্য দেন। তাঁরা সদস্যদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং টেকসই খামার ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

একই দিন পটিয়ার শিকলবাহ ইউনিয়ন পরিষদে কালারপুল শাখার উদ্যোগে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৫০ জন খামারি অংশ নেন। বৈঠকে গরু পালন, মোটাতাজাকরণ ও দুগ্ধ উৎপাদনের আধুনিক কৌশল তুলে ধরা হয়। বক্তব্য দেন এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমান ও শাখা ব্যবস্থাপক সৈয়দ মনসুর আলী।

এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি গুমানমর্দনে ও মেখল শাখার উদ্যোগে দুটি পৃথক উঠান

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গুমানমর্দনে ৪০ জন এবং মেখলে ৩৬ জন কৃষক অংশ নিয়ে গরুপালন, রোগ নিরাময়, টিকাদান ও গৃহপালিত পশুপালন বিষয়ে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করেন। এসব বৈঠক পরিচালনা করেন টেকনিক্যাল ম্যানেজার মো. আমির হামজা। সহযোগিতা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর মো. আরিফ, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ সরফরাজ চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অন্যদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি সীতাকুণ্ড শাখার উদ্যোগে আয়োজিত দুটি উঠান বৈঠকে সবজিচাষ এবং গাভী পালন ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ে ৬৯ জন কৃষক অংশ নেন। এসব বৈঠক পরিচালনা করেন



টেকনিক্যাল ম্যানেজার মো. আমির হামজা। সহযোগিতা করেন এরিয়া ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম ও শাখা ব্যবস্থাপক আলি আশ্রাফ।

বৈঠকগুলোতে খামারিরা মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা যেমন পানির মান নিয়ন্ত্রণ, রোগব্যাদি, মানসম্মত পোনা ও খাদ্যের উচ্চমূল্য এবং ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এসব সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পান অংশগ্রহণকারীরা।

মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শের সমন্বয়ে এসব বৈঠক কার্যকর শেখার প্র্যাটফর্ম পরিণত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও টেকসই ক্ষুদ্র কৃষি ও মৎস্য উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘাসফুল PRISE প্রকল্প সংবাদ

ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের এমসিপি ও লার্নারদের মাসিক সম্মানি বিতরণ সম্পন্ন



৯ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার সতীহাট এবং ১০ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০২৬ মাসের এমসিপি ও শিক্ষানবিশদের মাসিক সম্মানি বিতরণ অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

উভয় উপজেলার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান

নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রগ্যাক ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার রোজিনা খাতুন, ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ শরীফ আহমেদ ও কেএম আহসান হাবিব, ব্র্যাকের শাখা ব্যবস্থাপক উৎপল কুমার, ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের ব্রাঞ্চ কো-অর্ডিনেটর মোশারফ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার খাইরুল ইসলাম ও তোফায়েল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে বলেন, কারিগরি শিক্ষা শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়; গ্রাম পর্যায়ে এ শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। যুব শক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করে

সম্মিলিতভাবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই আমাদের লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, ব্র্যাকের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পখাতের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বেকার তরুণ-তরুণী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে

এমসিপি-দের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ব্র্যাকের সহযোগিতায় এবং ঘাসফুল-এর বাস্তবায়নে কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার ১২৫ জন মাস্টার ক্রাফট পারসনদের (এমসিপি) নিয়ে দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার (বিএলসি), রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিল ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি, ব্যবস্থাপনা, বিপণন এবং আর্থিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় সিরাজুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী ও প্রোগ্রাম ফোকাল এবং মোশাররফ হোসেন, শাখা সমন্বয়কারী, ঘাসফুল। প্রোগ্রামের ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্র্যাকের জেলা ব্যবস্থাপক রোজিনা খাতুন।



ঘাসফুল RAISE প্রকল্প সংবাদ

RAISE প্রকল্পে শিক্ষানবিশদের কার্যক্রম পরিদর্শন ও অগ্রগতি সন্তোষজনক



পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত “রেইজ (RAISE)” প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশদের মনিটরিং, প্রশিক্ষণের অগ্রগতি এবং গুণগত মান যাচাই কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এর ধারাবাহিকতায় গত ৮ জানুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রামের পটিয়া (কালারপোল) এলাকায় ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন এবং মোটরসাইকেল সার্ভিসিং ট্রেডে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

করা হয়। এছাড়া ১২ জানুয়ারি হাটহাজারীতেও বিভিন্ন সার্ভিসিং ট্রেডে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরিদর্শনকালে শিক্ষানবিশদের নিয়মিত উপস্থিতি, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের অগ্রগতি এবং প্রশিক্ষণের সার্বিক মান যাচাই করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট মাস্টার ক্রাফট পারসনদের (MCP) সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, শিক্ষানবিশরা শৃঙ্খলাবদ্ধ, আন্তরিক এবং বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি করছে, যা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে।

পরিদর্শন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজী মো. সিরাজুল সালেকীন, একাউন্টস অফিসার মো. গিয়াস উদ্দিন পারভেজ, কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার সঞ্জয় চৌধুরী, এরিয়া ম্যানেজার মো. সরফরাজ চৌধুরী, শাখা ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দেশের মোট কর্মরত শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪-৮৫ শতাংশ ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত। এ প্রেক্ষাপটে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে ঘাসফুলের জঅওবাউ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

“তথ্য ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



ঘাসফুল রেইজ প্রকল্পের উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি “তথ্য ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ” শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি আয়োজন করা হয় ঘাসফুল অক্সিজেন শাখায়। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন রেইজ প্রকল্পের আওতায় উক্ত কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও সুসংহত করা।

কর্মশালায় উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসুসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমন্বয়কারী, জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, এইচআর বিভাগের সহকারী পরিচালক, এমআইএস ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সময় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা লাভ করেন। ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

বাঁশখালী ও পটিয়ায় RAISE প্রকল্পের প্রথম মূল্যায়ন সম্পন্ন

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত “রেইজ (RAISE)” প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়া উপজেলায় শিক্ষানবিশদের প্রথম মূল্যায়ন (Assessment) সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২১ জানুয়ারি বাঁশখালী উপজেলায় এবং ২২ জানুয়ারি পটিয়ার কালারপোল এলাকায় গুরুশিষ্য মডেলে পরিচালিত প্রশিক্ষণের আওতায় এ মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেটাল ওয়ার্কস, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলরিং, ড্রাইভিং অ্যান্ড অটোমেকানিক্সসহ বিভিন্ন কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণরত শিক্ষানবিশরা অংশগ্রহণ করেন।

মূল্যায়ন কার্যক্রমে দেখা যায়, দক্ষ মাস্টার ক্রাফটপার্সনদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশরা বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাদের উপস্থিতি, শৃঙ্খলা এবং কাজের প্রতি আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়।

প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (PIU)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর কাজী মো. সিরাজুস সালেকীন।



সহযোগিতায় ছিলেন একাউন্টস অফিসার মো. গিয়াস উদ্দিন পারভেজ, কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার সঞ্জয় চৌধুরী, লাইফ স্কিলস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অফিসার আল ইমরান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের RAISE প্রকল্প পরিদর্শন



“ছোট উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রামে ঘাসফুল বাস্তবায়িত রেইজ (জঅওবাউ) প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন পিকেএসএফ-এর দুই কর্মকর্তা।

২৯ মার্চ প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজী মশরুর-উল-আলম প্রকল্পের শিক্ষানবিশ

প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া এবং মাঠ পর্যায়ের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যালোচনা করেন এবং ৩১ মার্চ একাউন্টস অফিসার আতিকুর রহমান প্রকল্পের হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মনিটরিং ভিজিটে তিনটি ভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণরত সাতজন শিক্ষানবিশ এবং কোভিড-১৯ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। তারা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। দুই কর্মকর্তাই প্রকল্পের মাঠ কার্যক্রম, উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা এবং হিসাব ব্যবস্থাপনার মান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা রেইজ প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই জীবিকায়নে ঘাসফুলের কার্যকর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) মোঃ নাহির উদ্দিন, রেইজ প্রকল্পের সমন্বয়কারী কাজী মোঃ সিরাজুস সালেকীন এবং সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ।

স্মৃতিতে অম্লান এক মানবিক আলোকধারা:

প্রকাশিত 'শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মারকগ্রন্থ'



বিশিষ্ট সমাজসেবী, সামাজিক উন্নয়নের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া পদক প্রাপ্ত প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের জীবন, কর্ম ও মানবিক দর্শনকে স্মরণীয় করে রাখতে ঘাসফুল প্রকাশ করেছে 'শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মারকগ্রন্থ'।

প্রিয় মানুষকে স্মরণে রাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তাঁর জীবন ও কর্মকে লিপিবদ্ধ করা-এই ভাবনা থেকেই গ্রন্থটির প্রকাশ। এতে তাঁর মানবকল্যাণে অবিস্মরণীয় অবদান, জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ একত্রে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের লেখায় উঠে এসেছে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, বিশিষ্ট এনজিও ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, শিক্ষক, লেখক, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের স্মৃতিচারণ এই গ্রন্থকে করেছে বৈচিত্র্যময়, হৃদয়স্পর্শী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী।

পরাণ রহমান তাঁর জীবদ্দশায় মানুষের জন্য যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবার আলো ছড়িয়ে গেছেন, এই স্মারকগ্রন্থ তারই এক চিরস্মরণীয় দলিল। ঘাসফুল পরিবার বিশ্বাস করে, এই গ্রন্থ আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে চির অম্লান করে রাখবে।

ঘাসফুলের মাঠপর্যায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

রাজশাহী-নওগাঁ সফরে সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী

কাগজে-কলমে একটি প্রকল্পের অগ্রগতি যতটা দৃশ্যমান, মাঠে তার বাস্তবতা অনেক সময় ততটা সহজ নয়। কোথাও কাজ এগোয় প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত, কোথাও দেখা দেয় নতুন চ্যালেঞ্জ। সেই বাস্তবতা কাছ থেকে দেখতে রাজশাহী ও নওগাঁয় ধারাবাহিক মাঠপর্যায়ের সফর করেছেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আফতাবুর রহমান জাফরী।

১৮ - ২৫ জানুয়ারি, ৮ - ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং ২৪ - ২৭ মার্চ, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত এসব সফরে তিনি ঘাসফুলের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। কথা বলেন স্থানীয় কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে। পর্যালোচনা করেন প্রকল্পের কাজের মান, সময় ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগী নির্বাচন এবং কার্যক্রমের বাস্তব ফলাফল।

মাঠের মানুষের কথা শুনে শুধু সমস্যা চিহ্নিত করাই নয়, সেখান থেকেই খুঁজেছেন সমাধানের পথ। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন এবং মাঠপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর করার পরামর্শ দেন।

সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) সাইদুর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে.এম.জি.



রব্বানী বসুনিয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তারা। ঘাসফুল কর্মকর্তাদের মতে, প্রধান নির্বাহীর মাঠপর্যায়ের সরাসরি উপস্থিতি শুধু কার্যক্রমের তদারকি নয়, কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের দূরত্বও কমায়ে। বাস্তব সমস্যার কথা সরাসরি জানানোর সুযোগ তৈরি হয়, বাড়ে কর্মীদের মনোবল। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নে আসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন।

উন্নয়নের আসল হিসাব তাই শুধু প্রতিবেদনের পাতায় নয়, মাঠের মানুষের জীবনে। ঘাসফুলের এই ধারাবাহিক মাঠপর্যায়ের সফর সেই বাস্তবতাকেই সামনে রেখে কাজের গুণগত মান ও ফলপ্রসূতা বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

উপদেষ্টা মন্ডলী

রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

ডেইজী মউদুদ

সমিহা সলিম

শাহানা সলিম

সম্পাদক

আফতাবুর রহমান জাফরী

নির্বাহী সম্পাদক

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

সম্পাদকীয় পরিষদ

সাদিয়া রহমান

সম্পাদনা সহকারী

জেসমিন আক্তার